প্রশ্ন ৬ *গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজআদর্শ (Theory of kingship) সংক্ষেপে আলোচনা করো।*
(ব. বি. ২০০১, ২০০৩)

উত্তর। **ভূমিকা :** সিংহাসনে আরোহণ করেই বলবন (১২৬৫-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। **প্রথমত,** যুদ্ধবিগ্রহ ও অব্যবস্থার ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়েছিল। তুর্কি সামন্তদের স্বেচ্ছাচার, ঔদ্ধত্য সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। **দ্বিতীয়ত,** একদিকে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ও মেওয়াটি দস্যুদের উপদ্রব, অন্যদিকে বৈদেশিক মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা সমগ্র জনসাধারণকে ভীত করে তুলেছিল। কিন্তু বলবন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন করে রাজশক্তিকে শক্তিশালী করতে এবং সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষা করতে উদ্যোগী হন।

❑ **রাজতন্ত্রের আদর্শের প্রেক্ষাপট :** দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝেছিলেন যে সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। সুলতান নাসিরুদ্দিনের রাজত্বের শেষ দিকে রাষ্ট্রশক্তির প্রতি জনসাধারণের বিশেষ করে অভিজাত সম্প্রদায়ের কোনোরূপ আস্থা বা শ্রদ্ধা ছিল না, রাজশক্তি সম্বন্ধে তাদের মনে কোনোরূপ ভীতিও ছিল না। সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণী মন্তব্য করেছেন—"Fear of the governing power had departed from the hearts of men and the country had fallen into a wretched condition."

বলবনের স্বর্ণমুদ্রা

❑ **বলবনের রাজআদর্শ :** দিল্লির সুলতানদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রথম রাজতন্ত্রকে একটি শক্তিশালী ও স্বয়ংক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কি অভিজাতশ্রেণির মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজস্ব মহতী শক্তির ওপর রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা। এক্ষেত্রে তিনি—

১। **পারসিক রাজতন্ত্র :** বলবন পারসিক রাজতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি সুলতানের দৈবস্বত্বে ও স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজ নামে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তন করেন।

২। **বাহ্যিক আড়ম্বর :** বলবন সুলতানের বাহ্যিক আড়ম্বর ও মর্যাদার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। রাজতন্ত্রকে এক মহতী মর্যাদা প্রদান করা ছিল এর উদ্দেশ্য।

৩। **অভিজাতদের প্রতি নীতি :** প্রজাবর্গ ও অভিজাত শ্রেণির আনুগত্যলাভ ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করবার নীতি গ্রহণ করলেন। রাজশক্তিকে একচ্ছত্র করবার জন্য 'চল্লিশ চক্র' বা অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচার ও ঔদ্ধত্য দমন করার জন্য গুপ্তহত্যা ও প্রকাশ্যে দমননীতি গ্রহণ করেন। তিনি আমীরদের **'বিশেষ ক্ষমতা'** সমূহ একে একে বাতিল করেন। তাঁদের অন্যায়-আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

৪। **আদব-কায়দা :** প্রজাবর্গের মধ্যে রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ভীতি উৎপাদনের জন্য তিনি 'সিজদা', 'পাইবস্' প্রভৃতি পারসিক আদব-কায়দা ও রীতির প্রচলন করেন।

৫। **নিষেধাজ্ঞা :** রাজসভায় মদ্যপান, নৃত্য-গীত প্রভৃতি রহিত করে দেন। সর্বপ্রকারে দরবারে গাম্ভীর্য রক্ষা করবার ব্যবস্থা করেন। এই সকল পরিবর্তনের ফলে রাজকীয় মর্যাদা ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে বলবন কিছুটা সক্ষম হয়েছিলেন।

❑ **মূল্যায়ন :** গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজআদর্শ রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। এমনকি প্রজাবর্গের নিকট থেকে বলবনের প্রতি ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আদায়ের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু **প্রথমত,** তাঁর রাজআদর্শের ফলে তুর্কিশাসকগোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে **দ্বিতীয়ত,** বলবন কর্তৃক তুর্কি অভিজাতদের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে প্রশাসনের ভারতীয়করণ ঘটে নি।

Scanned with CamScanner